দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 JAN 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩...

ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভাষণ

ছাত্রদের হাতে বই খাতা পেন্সিল দেখতে চাই ঃ খালেদা জিয়া

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রদের প্রতি আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে উন্নয়নের আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। তিনি বলেন, ছাত্রদের একই সঙ্গে অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও সন্ত্রাস মোকাবেলায় সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় জীবনে ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল অবদানের কথা স্মরণ করে বলেন, ছাত্ররাই ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। একে এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া ও দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বও ছাত্রদের।

শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ-এ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথাগুলো বলেন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালের ১ জানুয়ারী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অংগ সংগঠন হিসাবে ছাত্রদল প্রতিষ্ঠা করেন।

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, বিএনপি'র মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার ও সমবায়মন্ত্রী ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার, বিএনপি'র ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদপ্রার্থী মির্জা আব্বাস এমপি, ডাকসুর ভিপি আমানউল্লাহ আমান এমপি, ডাকসুর জিএস খায়রুল কবীর খোকন, ডাকসুর এজিএস ও ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাজিমউদ্দিন আলম, ছাত্রদল নেতা কামরুজ্জামান রতন, আবুল খয়ের ভূঁইয়া, মুনিরুজ্জামান মুনির, শাহাবুদ্দিন চৌধুরী এ্যানি ও নাসিরউদ্দীন পিন্টু বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে ফজলুল হক মিলন সভাপতিত্ব করেন।

বেগম খালেদা জিয়া অনুষ্ঠানে সমবেত বিপুলসংখ্যক ছাত্রের উদ্দেশে বলেন, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন পরিচালনার পর এখন তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে বই ও কলম নিয়ে শিক্ষায় মনোনিবেশ করা। তোমরা আগে লেখাপড়া শেখো, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হও এবং এরপর দেশের দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা দূর করার কাজে ব্রতী হও তিনি ছাত্রদেরকে চাকরির পরিবর্তে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার আহবান জানান। বিগত স্বৈরশাসন-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা ও তাদের অবদানের কথা স্মরণ করে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, ভবিষ্যতে তোমাদেরকেই এ দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এখন থেকেই তোমরা এর জন্য তৈরী হও।

প্রধানমন্ত্রী শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানসহ যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন তাদের কথা স্মরণ করে

(৮-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রদের হাতে বই খাতা পেন্সিল দেখতে চাই ঃ খালেদা জিয়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বলেন, এখন কর্তব্য হচ্ছে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া। তিনি বলেন, এখন ছাত্রদের দায়িত্ব হচ্ছে সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করা এবং শিক্ষা জীবন শেষে দেশগড়ার কাজে নিয়োজিত হওয়া। তিনি ছাত্রদেরকে শহরমুখী হওয়ার পরিবর্তে গ্রামে-গঞ্জে গণশিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলা, বৃক্ষরোপণে শরীক হওয়া ও হাঁস-মুরগী পালনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার আহবান জানান।

তিনি বলেন, তোমরা দেশে সব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছ। এবার উন্নয়নের আন্দোলনেও নেতৃত্ব দেবে। বেগম খালেদা জিয়ার ভাষণের সময় সমবেত ছাত্ররা করতালি ও স্লোগান দিয়ে তার বক্তব্যের প্রতি দৃঢ় আস্থা ও সমর্থন ব্যক্ত করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন।

তিনি তার আড়াই বছরের দেশ পরিচালনাকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এ সময়ে শিক্ষার সুযোগ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোগত সংস্কার করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই, কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। ছাত্ররা যে সব দাবী নিয়ে আন্দোলন করেছে, প্রায় সব দাবীই পূরণ করা হয়েছে। সরকারী চাকরিতে যোগদানের বয়সসীমা ৩০-এ উন্নীত করা হয়েছে। নতুন নিয়োগ শুরু হয়েছে ইত্যাদি। তিনি বলেন, স্বৈরশাসন আমলে দেশে শিক্ষা কাঠামো ধ্বংস করা হয়েছিল যাতে জাতির মেরুদন্ড চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায়।

বেগম খালেদা জিয়া তাঁর সরকার আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ছাত্রদের অহেতুক চাকরির সন্ধানে সময় অতিবাহিত না করার উপদেশ দেন। তিনি বলেন, সরকার চিংড়ি চাষে ব্যাপক অর্থ যোগান দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই এ খাত থেকে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে বলে তিনি জানান। এ প্রসঙ্গে সরকার যে সব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করছে তিনি তার কথাও উল্লেখ করেন।

মেয়র পদপ্রার্থী মির্জা আব্বাস এমপি বলেন, বিএনপি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলেই তারা মেয়র পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মাত্র আড়াই বছরে ঢাকায় যে সব উন্নয়নমূলক তৎপরতা গ্রহণ করা হয়েছে তাকে নজিরবিহীন বলে মন্তব্য করেন। তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মীদের প্রতি উন্নয়নের আন্দোলনে শরীক হওয়ার আহবান জানান।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হলে উপস্থিত বিপুল ছাত্রদলকর্মী বিভিন্ন স্লোগানে তাকে স্বাগত অভিনন্দন জানান। তাদের শ্লোগান ছিল টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া খালেদা জিয়া খালেদা জিয়া, দেশ গড়েছে শহীদ জিয়া, নেত্রী মোদের খালেদা জিয়া ইত্যাদি। অনুষ্ঠান শুরু হবার অনেক আগে থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্রদলের বহু কর্মী মিছিল করে নজরুল এভিনিউতে এসে হাজির হয়। তাদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড ও ক্যাস্টুন।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উযাপন উপলক্ষে সকাল সাড়ে ছটায় নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর নেতৃবৃন্দ সকাল ৮ টায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

চট্টগ্রাম

স্টাফ রিপোর্টার চট্টগ্রাম থেকে জানান ঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে মহানগর উত্তর দক্ষিণ জেলা শাখার উদ্যোগে ব্যাপক কর্মসূচী পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ছাত্রদলের নাসিম ভবন ও দোস্ত বিল্ডিংস্থ কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার বিকালে উত্তর ও মহানগরী শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা নাসিম ভবনে নাজিমুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন মোহাম্মদ আলী মনজুর রহমান, এয়াছিন চৌধুরী লিটন, শাহেদ বখশ, কামাল উদ্দীন প্রমুখ। এছাড়া দক্ষিণ জেলা শাখার দোস্ত বিল্ডিং কার্যালয়ে শেখ মোহাম্মদ মহিউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায়